STEPPING STONE SCHOOL (HIGH)

Subject: Bengali 2nd lang **CLASS- VI** **Date:6/5/2020**

Topic: বোধ পরীক্ষণ **Time Limit:30 m**

Worksheet No.:9

নিম্নলিখিত অংশটি ভালো করে পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও

ছোটখাটো, দুর্বল, ভিতু এই মানুষটি একসময়ে নবীগঞ্জের স্কুলে মাস্টারি করতেন। কিন্তু ছেলেরা তাঁর কথা মোটেই শুনত না, ক্লাসে ভীষণ গণ্ডগোল হত। দোর্দণ্ডপ্রতাপ হেডসার প্রতাপচন্দ্র মার্কণ্ড অবশেষে দুঃখবাবুকে ডেকে বললেন, "এভাবে তো চলতে পারে না। আপনি বরং কাল থেকে আর ক্লাস নেবেন না, কেরানিবাবুকে সাহায্য করবেন। ওটাই আপনার চাকরি।"

দুঃখবাবু এ-কথায় খুব দুঃখ পেয়ে চাকরি ছেড়ে দিলেন। তাঁর দজ্জাল স্ত্রী চণ্ডিকা এতে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে দুঃখবাবুকে খুব কড়া-কড়া কথা শোনাতে লাগলেন দু'বেলা। দুঃখবাবু অগত্যা বাড়ির বাইরের দিকে একখানা খোড়ো ঘর তুলে আলাদাভাবে বাস করতে লাগলেন। তাঁর দুটো ছেলে রাম আর লক্ষ্মণ নবীগঞ্জের কুখ্যাত ডানপিটে দুষ্টু ছেলে। তাদের অত্যাচারে লোকে জর্জরিত। একে মারছে, তাকে ধরছে, ফল-পাকুড় চুরি করছে, গাছ বাইছে, যখন-তখন যাকে-তাকে দূর থেকে ঢিল মেরে পালাচ্ছে। তাদের সামলানোর সাধ্যও দুঃখবাবুর নেই। কিন্তু লোকে এসে তাঁকেই অপমান করে যায়। দুঃখবাবু মাথা নিচু করে অপমান নীরবে হজম করেন। হতদরিদ্র, মুখচোরা দুঃখবাবুকে কেউ বিশেষ পাত্তা দেয় না। একা-একা থাকেন। একা থাকতে-থাকতে নিজের মনেই নানা কথা বলেন। কখনও আপনমনে হাসেন। কখনও মনখারাপ করে বেজার মুখে বসে থাকেন। মাঝে-মাঝে খুব হতাশ হয়ে বলেন, "হায় রে, আমার কি কেউ নেই?"

একদিন রাতের বেলা চোর এল। ঘরে খুটখাট শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে ভয় পেয়ে উঠে বসলেন দুঃখবাবু। কাঁপা গলায় বললেন, "কে হে বাপু? আমি বড় ভিতু মানুষ।"

চোরটি লাইনে নতুন। পুরনো চোর হলে কখনও দুঃখবাবুর

ঘরে ঢুকত না। আর ধরা পড়লে ভয়ও পেত না।

কিন্তু আনাড়ি চোরটি ভয় পেল এবং ভাঙা জানলা দিয়ে পালাতে গিয়ে বাখারির খোঁচা খেয়ে 'বাপ রে' বলে বুক চেপে ধরে বসে পড়ল মাটিতে। দুঃখবাবু তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে দেখেন জানলার ভাঙা বাখারির খোঁচায় চোরটার বুকে বেশ ক্ষত হয়েছে।

দুঃখবাবু দুঃখিতভাবে বললেন, "পালানোর কোনও দরকারই ছিল না তোমার। আমি কি তোমাকে মারতুম রে ভাই? আমার গায়ে জোরই নেই। দেখছ না আমার কেমন রোগা-রোগা হাত-পা? কস্মিনকালে কেউ আমাকে ভয় খায়নি। দাঁড়াও আমার কাছে একটা মলম আছে, লাগিয়ে দিচ্ছি। তারপর একটু জল-বাতাসা খাও, জিরোও।"

চোরটার ক্ষতে মলম লাগানো হল। খুবই লজ্জার সঙ্গে জল-বাতাসাও সে খেল। কিন্তু খুব গুম হয়ে রইল। নিজের আনাড়িপনার জন্যও বোধ হয় লজ্জা হয়েছে। বয়সটাও বেশি নয়। দুঃখবাবুর চোরটাকে বেশ ভালই লাগল। লোকটার সঙ্গে একটু কথাটথা বলতে ইচ্ছে করছিল। দুঃখের বিষয়, দুঃখবাবুর সঙ্গে কেউই বিশেষ কথাটথা বলতে চায় না। অথচ দুঃখবাবুর খুব ইচ্ছে করে একজন বেশ সহৃদয় লোককে বসে-বসে নিজের দুঃখের কথা শোনান।

দুঃখবাবু গলাখাঁকারি দিয়ে আলাপ শুরু করলেন, "ওহে বাপু, অমন বেজার হয়ে থেকো না। আমি যে লোকটা খারাপ নই তা তো টের পেলে। তোমার ওপর আমার কোনও রাগও নেই। তা তোমার বাড়ি কোথায়? নাম কী?"

চোরটা একটু নড়েচড়ে বসে বলল, "ওসব বলা বারণ আছে।"

"কেন, বারণ কেন গো? আমি কি আর পুলিশের কাছে বলতে যাচ্ছি?"

"বললেই বা আটকাচ্ছে কে ?"

দুঃখবাবু একটু দমে গিয়ে বললেন, "পুলিশও কি আর আমার কথা কানে তুলবে ? আমাকে কেউ পোঁছে না, বুঝলে ? কেউ পোঁছে না, অথচ আমার পেটে কত কথা জমে আছে। এসো, একটু গল্প করা যাক।"

চোরটা মাথা নেড়ে বলল, "না মশাই, আমার কাজ আছে। আপনার এখানে তো কিছু হল না। খালি হাতে ফিরলে কি আমাদের চলে ?"

চোরটা ফের ভাঙা জানলা দিয়েই পালিয়ে গেল। দুঃখবাবু বুকভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপনমনে বললেন, "হায় রে, আমার কি কেউ নেই ?"

না, দুঃখবাবুর সত্যিই কেউ নেই। তাই দুঃখবাবু মনের দুঃখে মানুষ ছেড়ে অন্যদের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করতে লাগলেন। একটা নেড়ি কুকুর জুটল। তার নাম দিলেন ভুলু। তা ভুলু দুঃখবাবুর সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নিল। প্রায়ই এসে দরজার কাছে বসে, লেজ নাড়ে। দুঃখবাবু আদর করে বলেন, "ভুলু নাকি রে ? ইস। বড্ড রোগা হয়ে গেছিস যে ভাই। সারা দুপুর টো-টো করে বেড়াস, অসুখবিসুখ করে ফেলবে যে।"

এইভাবে কথা চলতে থাকে। কিন্তু ভুলুর শুধু দুঃখবাবুকে নিয়ে চলে না। কারণ দুঃখবাবুর খাওয়াদাওয়া বড্ড সাদামাঠা। ডাল আর ভাত। ভুলু সুতরাং মাছ-মাংসওলা বাড়িতেও গিয়ে হানা দেয়।

ভুলু ছাড়া আরও দু-একজন বন্ধু জুটে গেল দুঃখবাবুর। ঘরের মধ্যে একজোড়া চড়াইপাখি বাসা করেছে। তাদের আবার ছানাপোনাও হয়েছে। দুঃখবাবু চড়াইপাখি দুটোর নাম দিয়েছেন হরিপদ আর মালতী। কিন্তু হরিপদ আর মালতী সারাদিন ভারী

ব্যস্ত। চুড়ুক করে উড়ে যাচ্ছে, ফুড়ুত করে ফিরে আসছে। আবার যাচ্ছে, আসছে। তার ফাঁকে-ফাঁকে অবশ্য দুঃখবাবু তাদের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করেন, "হরিপদ যে, শরীর ভাল তো ! ছেলেপুলেরা সব কেমন আছে রে ? বলি ও মালতী, কয়েক দানা মুড়ি বা চিঁড়ে খাবি ? মুখখানা যে শুকিয়ে গেছে !"

কেঁদো চেহারার একটা ছুঁচো প্রায়ই দুঃখবাবুর ঘরে উৎপাত করে। দুঃখবাবু তার নাম দিয়েছেন হলধর। তাকে বিস্তর ডাকাডাকি করেন দুঃখবাবু, "বলি ও হলধর, শুনছিস ? বেশ আছিস ভাইটি। মাটির তলায় ডুব দিয়ে থাকিস, দুনিয়ার কোনও ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না। আর এই আমার অবস্থা দেখ। মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম বটে, কিন্তু মানুষের মতো কি বেঁচে আছি ?"

বোলতা, ফড়িং, ব্যাঙ ইত্যাদির সঙ্গেও কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেন দুঃখবাবু। তবে বুঝতে পারেন, এরাও সব ভারী ব্যস্ত মানুষ। সারাদিন বিষয়কর্মে ঘুরে বেড়ায়, রাতে একটু জিরোয়। দু' দণ্ড বসে কথা শোনার সময় কারও নেই। তিনি যে একা সেই একা।

একদিন মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে তিনি বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপনমনে বলে উঠলেন, "হায় রে, আমার কি কেউ নেই ?"

বলেই তিনি হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠলেন। ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিল কে ? একেবারে স্পষ্ট সুড়সুড়ি। ভয় পেলেও ভাবলেন সেই চোরটা হয়তো ভাব করতে এসেছে। তাই কাঁপা গলায় বললেন, "চোরভায়া নাকি ? অনেকদিন পর এলে।"

না, চোর নয়। বাতি জ্বেলে চারদিক ভাল করে দেখলেন তিনি। কেউ নেই। মনের ভুলই হবে হয়তো ! আবার বাতি কমিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ যেতে-না-যেতেই ফের ঘাড়ে

১) এই দুর্বল ভীতু মানুষটি একসময় কী করতেন ?

২) হেড স্যারের নাম কি, তিনি দুঃখ বাবুকে ডেকে কি বললেন ?

৩) দুঃখ বাবুর স্ত্রী কেমন স্বভাবের ছিলেন ?

৪) দুঃখ বাবু তাঁর স্ত্রীর কথায় দুঃখ পেয়ে কি করলেন ?

৫) তাঁর কটি সন্তান এবং নাম কি কি ?

৬) তাঁর সন্তানদের স্বভাব কেমন ?

৭) দুঃখ বাবুর বাড়িতে আসা চোরটির পালাতে গিয়ে কি পরিণতি হয়েছিল ?

৮) দুঃখ বাবু চোরটির সাথে কেমন ব্যবহার করলেন ?

৯) চোরটি কেন দুঃখ বাবুকে কিছু বলতে চাননি ?

১০) দুঃখ বাবুর সঙ্গী হিসেবে কে জুটল, তার নাম কী ?

১১) কেন ভুলু অন্যের বাড়িতে খাবার জন্য যায় ?

১২) ভুলু ছাড়াও আর কে কে বন্ধু হিসেবে এলো, নাম কি কি?

১৩) ছুঁচোর কী নাম দিয়েছেন তিনি ?

১৪) 'মাটির তলায় দুব দিয়ে থাকিস' - কাকে বলেছেন ?

১৫) দুঃখ বাবু আর কোন কোন প্রাণীর সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন ?

১৬) দুঃখ বাবু আচমকা ঘুম ভেঙে গেল কেন ?

বি. দ্র. -

[প্রশ্নের উত্তরগুলি একটি সাদা পাতায় তারিখ, Worksheet no উল্লেখ করে পরপর সাজিয়ে লিখবে। এই সব উত্তর স্কুল খোলার পরে জমা দিতে হবে।]